দৈনিক বাংলা

তারিখ ২২ MAY 1990

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

নিরক্ষরতার অভিশাপ

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেছেন, সমাজের নিরক্ষরতার অভিশাপ মোচন জাতিকে দেয়া তার সরকারের একটি প্রতিশ্রুতি। এ লক্ষ্য অর্জনে সকল শিক্ষিত ব্যক্তিকে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং গ্রামাঞ্চলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বালিকাদের অবৈতনিক শিক্ষা কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্যে একটি সামাজিক ও জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। দেশে শিক্ষা প্রসারে প্রেসিডেন্ট এরশাদ যে কৃতসংকল্প এবং আন্তরিকভাবে সচেষ্ট এ কথায় এই সত্য পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত। দেশ থেকে নিরক্ষরতার অন্ধকার দূর করার পথনির্দেশনাও দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। সকল শিক্ষিত ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে সচেষ্ট হলে দেশের কোনায় কোনায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হবে।

সভ্যতার বিকাশে, মানব সমাজের প্রগতিতে এবং সবার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনে শিক্ষাই প্রধান মন্ত্রশক্তি। এই মন্ত্র যে জাতি অধিগত করতে পেরেছে, সে জাতিই সর্বাঙ্গীন উন্নতি দ্রুত অর্জন করতে পেরেছে। আজ যেসব দেশ উন্নত ও সমৃদ্ধ, তাদের সবারই শিক্ষিতের হার শতকরা একশ ভাগ। তারা কেবল সাধারণ শিক্ষাই অর্জন করেনি, সময়োপযোগী ও প্রয়োজনানুগ শিক্ষাও করায়ত্ত করেছে।

আমাদের দেশের অনগ্রসরতা ও দারিদ্র্যের প্রধানতম কারণ শিক্ষিত লোকের স্বল্প হার। আসলে দেশের জনগণ নিরক্ষর নয়, শিক্ষাবঞ্চিত। ঔপনিবেশিক শাসনামলে এবং তার পরবর্তী কালেও সাধারণ মানুষ বিশেষত গ্রামীণ মানুষেরা শিক্ষার তেমন কোন সুযোগ-সুবিধা পায়নি। বৃটিশ শাসনের অবসানের পরও শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সবার জন্য অবারিত হয়নি, সরকারও পারেনি কোন বাস্তবভিত্তিক ও ফলপ্রসূ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ তার স্বভাবসুলভ বাস্তববাদী গুণ থেকে এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছেন, অবৈতনিক করে দিয়েছেন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা। এদেশের সাধারণ মানুষের যে মন-মানসিকতা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা তাতে তাদের জন্য কোন কিছু বাধ্যতামূলক না করলে তারা তা গ্রহণ করে না, এমনকি তাদের জন্য কল্যাণকর কিছুও না। মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারটি তো আরও বেশী অবহেলিত। মেয়েদের শিক্ষার পেছনে টাকা-পয়সা খরচ না করার মানসিকতার লোক এদেশে অগণিত। এছাড়া, টাকা-পয়সাও নেই অনেকের। অথচ জাতির উন্নতির জন্য স্ত্রীশিক্ষা অপরিহার্য। এটা উপলব্ধি করেই প্রেসিডেন্ট এরশাদ প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছেন এবং অবৈতনিক করে দিয়েছেন পৌর এলাকার বাইরের স্থানসমূহে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বালিকাদের শিক্ষা। এই গণকল্যাণমুখী পদক্ষেপের জন্য তিনি ইতিমধ্যেই প্রশংসিত ও অভিনন্দিত হয়েছেন।

আমাদের সীমিত সম্পদের দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও বিনা বেতনের নারীশিক্ষা কর্মসূচীর রূপায়ণ খুবই দুরূহ ব্যাপার। প্রেসিডেন্ট এরশাদ এই সমস্যারও সমাধান দিয়েছেন। তিনি স্কুলগুলিতে আরও শিফট চালুর এবং মসজিদগুলিকে প্রাথমিক স্কুল হিসাবে ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছেন। সহযোগিতা চেয়েছেন শিক্ষিত লোকদের। ভাতা দিয়ে শিক্ষিত বেকারদের এ কাজে নিয়োগের কথা বলেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জাতিকে শিক্ষিত করার বিশাল কাজ প্রচলিত পন্থায় করা যেতে পারে না। হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে রাতারাতি হাজার হাজার স্কুলভবন নির্মাণ এবং হাজার হাজার শিক্ষক নিয়োগ করাও সম্ভব নয়। প্রেসিডেন্টের এই বাস্তবভিত্তিক কথার সঙ্গে বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই একমত হবেন। আমাদের যেটুকু সম্পদ আছে, তা সদ্ব্যবহার করেই অভীষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনে ব্রতী হতে হবে আমাদের। মসজিদ ছাড়াও প্রতিটি স্কুল-কলেজ, মিলনায়তন ইত্যাদি সকালে প্রাথমিক স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। দেশে রয়েছে অসংখ্য শিক্ষিত বেকার। তাদের প্রাথমিক শিক্ষাদানে নিয়োগ করা হলে শিক্ষকের অভাব যেমন দূর হবে, তেমনি মোচন হবে তাদেরও বেকারত্বের অভিশাপ। অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তি স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেছেন, দু হাজার সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা— তার সরকারের বিঘোষিত লক্ষ্য। এই লক্ষ্য রূপায়ণের কাজও শুরু হয়ে গেছে। জাতির এই কর্মোদ্যোগে আমাদের সবাইকে শরিক হতে হবে। সামাজিক ও জাতীয় আন্দোলন গড়ে তুলে বাস্তবায়িত করতে হবে এই লক্ষ্য।